কুষ্টিয়ায় জনপ্রিয় হচ্ছে রাইস ট্রান্সপ্লান্টারে ধানের চারা রোপণ

কুষ্টিয়া অঞ্চলের কৃষকদের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে ‘রাইস ট্রান্সপ্লান্টার’র মাধ্যমে ধানের চারা রোপণ। এ যন্ত্র দিয়ে রোপণ করা হচ্ছে ধানের চারা। এতে সাশ্রয় হচ্ছে সময় ও অর্থের, কমছে উৎপাদন খরচ আর অধিক লাভবান হচ্ছেন চাষীরা। কৃষিবান্ধব এই যন্ত্রটির মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে বেশি জমিতে ধান রোপণ করা সম্ভব হয়।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় কুষ্টিয়ার চাষীরা ‘রাইস ট্রান্সপ্লান্টার’ যন্ত্রের মাধ্যমে ধান রোপণ করছেন এবং পাকা ধান কম্বাইন্ড হারভেস্টর দিয়ে কাটছেন। এতে অধিক লাভবান হচ্ছেন চাষীরা।

রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে একজন শ্রমিক দিনে ৩ থেকে ৪একর জমিতে ধানের চারা রোপণ করতে পারেন। এতে সাশ্রয় হয় সময় ও অর্থের।

কৃষি বিভাগ সূত্র জানায়, এই যন্ত্র দিয়ে একসঙ্গে ৬ লাইনে ধানের চারা রোপণ করা যায়। ধানের চারা রোপণে যন্ত্রটি ব্যবহার করলে রোপণ খরচ ৫০ ভাগ কমানো সম্ভব। সনাতন পদ্ধতিতে এক বিঘা জমিতে ধানের চারা রোপণ করতে কমপক্ষে চারজন শ্রমিককে কাজ করতে হয়। এতে খরচ হয় কমপক্ষে ২ হাজার থেকে ২৫শ টাকা। আর রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে এক বিঘা জমিতে ধান রোপণ করতে খরচ হয় ৫ শ থেকে ৭শ টাকা। এছাড়া রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে চারা রোপণ করলে লাইন সোজা হয়। ফলে পরবর্তীতে আগাছা দমন, সার ও কীটনাশক ছিটানো ও ধান কাটা সহজ হয়। এ পদ্ধতিতে কৃষকেরা অধিক লাভবান হচ্ছেন।

বুধবার বিকালে মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের বলিদাপাড়া ব্লকের গৌড়দহ গ্রামে কৃষক সুরমান আলীর জমিতে রাইস ট্রান্সপ্লান্টার যন্ত্রের সাহায্যে ধানের চারা (বিআর২৩) রোপণ করা হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে এ রোপণ কাজের উদ্বোধন করেন মিরপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) লিংকন বিশ্বাস।

এ সময় উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জোয়ার্দ্দার, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ঘোষ, এসএপিপিও মোঃ ফরহাদ শরীফ ও বারুইপাড়া ইউনিয়নের উপসহকারী কৃষি অফিসার মোঃ মাহিরুল ইসলাম, মোঃ গোলাম হোসেন এবং মোছাঃ জান্নাতুল ফেরদৌস সহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে রোপা আমন ধানের চারা রোপণ উদ্বোধনকালে ইউএনও লিংকন বিশ্বাস বলেন, সরকার কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণের উদ্যোগ নিয়েছে। মেশিনের মাথ্যমে ধান রোপণ ও মাড়াই হলে চাষীরা অধিক লাভবান হবেন। আর মেশিন ক্রয়ে সরকার চাষীদের আর্থিক সহায়তা করছে।

তিনি কৃষকদের উদ্দেশ্যে বলেন, বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার কৃষকের পাশে থেকে কাজ করে যাচ্ছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বিনামূল্যে ধানের চারা, সার, বীজ দিয়ে সহযোগিতা করছে। সরকার কৃষকের উৎপাদন খরচ কমাতে কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণ করছে। আর এসব যন্ত্র ক্রয়ে সরকার কৃষককে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করছে। ফলে কৃষক অধিক লাভবান হচ্ছেন।

মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ঘোষ বলেন, আগামীর কৃষি মানেই যন্ত্রনির্ভর কৃষি। যন্ত্রের মাধ্যমে ধানের চারা রোপণের ব্যবস্থা করেছি। এর মূল কারণ হচ্ছে অল্প সময়ে অধিক জমিতে চারা রোপণ করা। উৎপাদন খরচও কমে যাবে, কৃষক লাভবান হবে।

আরেক কৃষক পল্টু বিশ্বাস বলেন, সনাতন পদ্ধতিতে এক বিঘা (৩৩শতাংশ) জমির ধার রোপণ করতে আমাদের ২ হাজার থেকে ২৫শ টাকা খরচ হয়। আর রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে রোপণ করলে মাত্র ৫শ টাকা থেকে ৭টাকা খরচ হয়। মেশিন দিয়ে ধান রোপণ করলে আমাদের উৎপাদন খরচ কম হয়। কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণ করতে হলে সরকারকে আরও বেশি সহযোগিতা করার দাবি জানান তিনি।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার উপপরিচালক কৃষিবিদ ড. শ্যামল কুমার বিশ্বাস বলেন, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে রোপা আমন ধান চাষ কুষ্টিয়ায় জনপ্রিয় হচ্ছে। চলতি মৌসুমে এই অঞ্চলে ১০০ হেক্টর জমিতে রাইস ট্রান্স প্লান্টার দিয়ে ধান রোপণ করতে সক্ষম হয়েছি। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ পদ্ধতি কৃষকের মাঝে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। রাইস ট্রান্স প্লান্টার মেশিন, কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিন ক্রয়ে সরকার কৃষকদের সহযোগিতা করছে।

প্রযুক্তির ব্যবহারে ভূমি সেবা সহজিকরণ হচ্ছে

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন জনগণকে অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের খতিয়ান সংগ্রহ করতে দীর্ঘসূত্রিতা ও হয়রানির সম্মুখীন হতে হয়। প্রযুক্তির ব্যবহারের কারণে এখন সেবা প্রত্যাশীরা সহজেই এ সব সেবা পাচ্ছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একদিনের মধ্যেই সরকারের পক্ষে এ সেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

প্রযুক্তির ব্যবহারের কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে। ভূমি সেবা সহজিকরণে প্রযুক্তির বিকল্প নেই। তাই ভবিষ্যতে ভূমিসেবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্তির পরিসর আরও বাড়াতে হবে। বর্তমান সরকার সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

বুধবার বিকালে জুম ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা রাজস্ব সম্মেলন ও ভুমি সেবা সহজিকরণ কার্যক্রম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এ কথা গুলো বলেন।

ভূমি সংশ্লিষ্ট সব সরকারি কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, জনগণ যেন ভূমি অফিসে কোনোধরনের হয়রানির শিকার না হন সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এছাড়া ভূমি সংক্রান্ত বিরোধগুলো দ্রুততার সঙ্গে নিষ্পত্তি করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, শেখ হাসিনার সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ভূমিসেবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এরই মধ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। ভবিষ্যতে ভূমি জরিপসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও ডিজিটালাইজেশন করা হবে।

তিনি বলেন, মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনকে জনগণের কাছে নিয়ে যেয়ে তাদের সেবা দিয়ে খুশি করাতে ভূমি সংস্কার সহজ করা হয়েছে। ডিজিটাইলজড করা হয়েছে। ফলে মানুষ ভোগান্তী থেকে রেহায় পেয়েছে।

জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্যে দেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব মাকসুদুর রহমান পাটোয়ারী, খুলনা বিভাগীয় কমিশনার ড. আনোয়ার হোসেন হাওলাদার।

ভূমি সচিব বলেন, ভুমি অফিসে কোন দালাল থাকবে না। দালাল রোধে জন্য মোবাইল কোর্ট আছে। দালালের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মেহেরপুরসহ সারাদেশের খতিয়ান আমরা অনলাইনে দিয়ে দিয়েছে। যাতে জমির মালিকরা যে কোন যায়গাতে বসেই তার জমির মালিকানা বুঝতে পারে। পরচা তুলতে আগে মিনিমাম সাত দিন লাগতো এখন সেটা একদিনেই সম্ভব।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য জেলা রাজস্ব নিয়ে আলোচনা করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইদুর রহমান, আরডিসি রাকিবুল ইসলাম, জেলা জজ কোটের জিপি শাজাহান আলী, পিপি পল্লব ভট্টাচার্য, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহীম শাহীন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুজন কর্মকার, সদর এসি ল্যান্ড মো: মাইন উদ্দিন, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ভ’মি সেবা সহজিকরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন ঘোষনা করেন।

কোটচাঁদপুরে প্রান্তিক চাষীদের মাঝে বিনা মূল্যে বীজ ও সার বিতরণ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা কৃষি অফিসের উদ্যোগে খরিপ-২/২০২০-২১ মৌসুমে মাসকলাই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় কৃষকদের মাঝে বিনা মূল্যে বীজ ও সার বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে উপজেলা পরিষদ চত্বরে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বাস্তবায়নে উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ৩০০

প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনা মূল্যে এই সার ও বীজ বিতরণ করা হয়।

এ উপলক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ চত্বরে কৃষি অফিসের আয়োজনে এক অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি।

বিশেষ অতিথি ছিলেন থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুল আলম, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন ফারুক, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পিংকি খাতুন, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মুন্সি ফিরোজা সুলতানা, উপজেলা তথ্যসেবা কর্মকর্তা তানিয়া সুলতানা, আওয়ামী লীগ নেতা কাজী আলম ও সাবদারপুর ইউপি চেয়ারম্যান নওশের আলী নাসির প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উপজেলা কৃষি অফিসার মোঃ মহাসিন আলী।

এর আগে “কোভিড-১৯ সংকটঃ সাক্ষরতা শিক্ষায় পরিবর্তনশীল শিখন-শেখানো কৌশল এবং শিক্ষাবিদদের ভূমিকা” এই প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে আর্ন্তজাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নের্তৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য র্যালী বের করা হয়।

কুষ্টিয়ায় জমি জালিয়াতি প্রতারক চক্রের ৪ সদস্য আটক

কুষ্টিয়ায় এনআইডি জালিয়াতি করে অন্যের জমি বিক্রির অভিযোগে প্রতারক চক্রের ৪ সদস্যকে আটক করেছে পুলিশ। রোববার (৬ সেপ্টেম্বর) রাতে এক ভুক্তভোগীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ তাদের আটক করে।

এ ঘটনায় জড়িত অন্য সদস্যদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার এসএম তানভীর আরাফাত জানান কুষ্টিয়া শহরের

এম এম ওয়াদুদের পৈত্রিক সম্পত্তি কুষ্টিয়া শহরের একটি জালিয়াতি চক্র তাদের নামে জালিয়াতির মাধ্যমে ভুয়া এনআইডি কার্ড তৈরি করে মজমপুর মৌজার ২৫৭৫, ২৫৭৬, ২৫৮০, ২৫৮১ দাগের মধ্যে ০.২২ একর জমি বিক্রয় করে এবং কুষ্টিয়া মডেল থানাধীন মজমপুর, চৌড়হাস, বাহাদুরখালী মৌজার জমি জালিয়াতির মাধ্যমে ভুয়া দলিল তৈরি করে আত্মসাতের চেষ্টা করে। এই জমি মিরপুর উপজেলার কাঠদাহ গ্রামের মহিবুল ইসলামের কাছে ৭৭ লাখ টাকায় বিক্রি করে প্রতারক চক্র।

ভুক্তভোগীদের অভিযোগপত্রের ভিত্তিতে গত রাতে পুলিশ ব্যাপক অভিযান চালিয়ে প্রতারক চক্রের ৪ সদস্যকে আটক করে। এর প্রতারণার সাথে জড়িত অন্যদেরও গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

জালিয়াতি চক্রের সাথে জড়িতরা হলেন মো. ওয়াদুল মিন্টু খন্দকার (৬০), মো. মিলন হোসেন (৩৮), ছানোয়ারা খাতুন (৫০), জাহানারা খাতুন (৪৫)।

আলমডাঙ্গায় করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ দুগ্ধ ও পোল্ট্রি খামারিদের সহায়তা দিতে মতবিনিময়

উপজেলাব্যাপী গ্রামের ছোট ছোট দুগ্ধ খামারি ও পোল্ট্রি খামারিদের জন্য করোনাকালীন ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে আর্থিক সুবিধার ঘোষণা দিয়েছে আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে উপজেলা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর সরকারি এই অনুদান সুফলভোগিদের মাঝে বিতরণ করবে। রবিবার বিকালে আলমডাঙ্গা প্রাণী সম্পদ কার্যালয়ে এ সংক্রান্ত একটি মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ হিল কাফির সভাপতিত্বে মতবিনিময়সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

আর্থিক বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী জানান, বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাসের কবলে আজ বিশ্ব অর্থনীতি। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। দেশের অন্যান্য এলাকার মত আমাদের উপজেলাতেও তৃণমূল পর্যায়ে অনেক ছোট ছোট দুগ্ধখামারি ও পোল্ট্রি খামারি রয়েছে যারা করোনাকালীন আর্থিক মন্দায় পড়েছেন। সরকার এইসব ক্ষতিগ্রস্থ খামারিদের আর্থিক সহায়তা করতে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর ক্ষতিগ্রস্থ খামারিদের মাঝে আর্থিক অনুদান বন্টন করবে। শতভাগ নিরপেক্ষ থেকে সুফলভোগীদের যাচাইবাছাই করবে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি।

উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ হিল কাফি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ দুগ্ধ ও পোল্টি খামারিদের পাশে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছিলেন। সেই ঘোষণাকে বাস্তবায়ন করছে প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর। আমরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্থ খামারিদের নির্বাচন করে সরকারি আর্থিক সহায়তা দেব। এ জন্য আর্থিক সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

জানা গেছে, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সভাপতি করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে আরও রয়েছেন সদস্য সচিব হিসেবে উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা, সদস্য ভেটেরিনারী নার্জন, উপজেলা মৎস কর্মকর্তা ও উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা।

এই কমিটি তৃণমূল থেকে নিজস্ব লোকবল দিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ খামারিদের নাম সংগ্রহ করবে। এরপর অধিকতর বাচাইবাছাইয়ের মাধ্যমে সুফলভোগিদের নির্বাচন করা হবে। এ ক্ষেত্রে সুফলভোগিদের হাতে হাতে নগদ টাকা দেওয়ার পরিবর্তে বিকাশ বা তদরূপ মাধ্যমে আর্থিক অনুদান দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় তরুণ কৃষি উদ্যোক্তাদের দু’দিনব্যাপি দক্ষতা উন্নয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত

সারাদেশের তরুণ কৃষি উদ্যোক্তাদের নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় দু’দিনব্যাপি দক্ষতা উন্নয়ন কর্মশালা শুরু হয়েছে। শুক্রবার সকালে দামুড়হুদার মেহেরুন পার্কে এ কর্মশালার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. এম এ রহিম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ইয়াহ্ধসঢ়; ইয়া খান।

বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক ড. হামিদুর রহমান, উদ্যান বিশেষজ্ঞ এস এম কামরুজ্জামান এবং চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ও ইউটিউব চ্যানেল ‘কৃষি বায়োস্কোপে’র পরিচালক কৃষিবিদ তালহা জুবাইর মাসরুর।

কৃষিভিত্তিক ইউটিউব চ্যানেল ‘কৃষি বায়োস্কোপ’ এ কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালায় সারাদেশের ৪০ জন কৃষি উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করছে।

কুষ্টিয়ায় বিষমুক্ত সবজির হাট

কুষ্টিয়া শহরে প্রথমবারের মতো চালু হয়েছে রাসায়নিক সার ও বিষমুক্ত অর্গানিক সবজির বাজার ‘কৃষকের হাট’।

শহরের প্রাণকেন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরি মাঠ প্রাঙ্গণে প্রতি শুক্র ও শনিবার সকাল ৭টা হতে ১টা পর্যন্ত রাসায়নিকমুক্ত কৃষকের উৎপাদিত পণ্য সরাসরি ভোক্তার নিকট বিক্রির জন্য বসবে এই হাট। যেখানে কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত সবজি বিক্রি করা হবে।

মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) এই হাটের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক

মোঃ আসলাম হোসেন।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর, কৃষি বিপণন অধিদফতর ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এই হাটের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বসবে এই হাট।

উদ্বোধন শেষে জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেন বলেন, ‘অর্গানিক ফসলের দাম একটু বেশিই হয়ে থাকে। তাই নিরাপদ খাদ্যের দাম বেশি হলেও চাহিদাও বাড়ে। এখানে যে সবজি আনা হয়েছে তাতে কোনো কেমিক্যাল নেই, তারা রাসায়নিক সার ব্যবহার করেনি।’

তিনি বলেন, প্রান্তিক কৃষকের উৎপাদিত নিরাপদ সবজি নিয়ে ও কৃষকের হাটের শহরের মানুষগুলোর জন্য টাটকা ও বিশুদ্ধতা সবজি পেতে সহায়ক ভুমিকা পালন করবে। এছাড়াও কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাবেন।

নিরাপদ খাদ্যের জন্য সচেতনতার বেশি প্রয়োজন উল্লেখ করে জেলা প্রশাসক আরও বলেন, ‘কৃষির উন্নয়নের ওপর নির্ভর করে শিল্পের উন্নয়ন হয়। কৃষিজাত পণ্যের প্রক্রিয়াজাতের শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানসহ এই শিল্পটি প্রসারিত হবে। এবছর এই হাটে ভোক্তাদের যে সাড়া পড়েছে আগামীতে আরও বড় পরিসরে এই হাটের আয়োজন করা হবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ শ্যামল কুমার বিশ্বাসের সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) লুৎফুন নাহার, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) জুবায়ের হোসেন চৌধুরীসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ শ্যামল কুমার বিশ্বাস বলেন, ‘পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাওয়া কৃষকের অধিকার। সরকার কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের উদ্যোগ নিয়ে এটি আধুনিক কৃষির পথচলার শুরু হলো। এ ধারা অব্যাহত রাখা হবে বলেও জানান তিনি।

পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপনে লাভবান হচ্ছে মিরপুরের কৃষকরা

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায় বসতবাড়ির আঙ্গিনায় লাল শাক, পুঁইশাক, কলমি, বেগুন, ঢেড়শ ও করলা, মিষ্টি কুমড়াসহ বিভিন্ন সবজি শোভা পাচ্ছে। সবজিগুলো পরিবারের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি স্থানীয় বাজারে আবার বিক্রি করে অর্থও উপার্জন করছেন কৃষকেরা। একজনের দেখাদেখি অনেক কৃষকই পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপনে আগ্রহী উঠছেন। উপজেলায় ৪১৬টি পরিবার বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পুষ্টি বাগান স্থাপন করে লাভবান হয়েছে।

মিরপুর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সুত্রে জানা যায়, করোনা পরবর্তী সময়ে খাদ্য সঙ্কট মোকাবিলায় মিরপুর উপজেলার ১৩টি ইউনিয়নের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের বসতবাড়ির আঙ্গিনায় ৪১৬টি পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন করা হয়েছে।

উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের মশান গ্রামের কৃষক জামাল উদ্দিনের পুষ্টি বাগানে গিয়ে দেখা যায় তিনি বাগান পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। তার বাগানে প্রথম দফায় লাল শাক, পুঁইশাক, গৃমা কলমি, বেগুন ও করলার বীজ রোপন করেছেন। ইতিমধ্যেই তিনি লাল শাক ও পুঁইশাক বাগান থেকে তুলে পরিবারের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি তা বিক্রি করে অর্থও উপার্জন করছেন।

কৃষক জামাল উদ্দিন জানান, গত তিন মাস আগে তার বাড়ির আঙ্গিনায় পুষ্টি বাগান স্থাপনের জন্য বাঁশের বেড়া, সার ও শ্রমিক খরচ বাবদ ১ হাজার ৯৩৫ টাকা এবং বছর ব্যাপি আবাদের জন্য ১২ ধরনের শাক সবজির বীজ প্রদান করেছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। তারা নিয়মিত খোঁজ খবর রাখছেন এবং বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতাও করেছেন। শাকসবজি আবাদ করে পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে এবং কিছুটা বিক্রি করে আর্থিকভাবেও লাভবান হয়েছি।

মিরপুর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপসহকারী কৃষি

কর্মকর্তা মাহিরুল ইসলাম ও জান্নাতুল ফেরদৌস জানান, কৃষক মাত্র এক শতাংশ জমিতেই ১৪টির মতো শাকসবজি আবাদ করতে পারবেন। একটির পর একটি ফসল উঠে থাকে। এতে পরিবারের চাহিদা পুরন হওয়ার পাশাপাশি বেশি উৎপাদন হলে কিছু বিক্রি করে অর্থ উপার্জনও করে স্বচ্ছলতা আনতে পারে।

মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফীন বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসরণ করে দেশের এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি রাখতে চায় না কৃষি মন্ত্রণালয়। তাই বাড়ির পাশের খালি জায়গাগুলোতে ফসল উৎপাদন করতে নানা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া শহরের বাসাবাড়ির ছাদেও বিভিন্ন শাকসবজি উৎপাদনে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

মিরপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, করোনা পরবর্তী সময়ে খাদ্য সঙ্কট মোকাবিলায় পারিবারিক কৃষিকে গুরুত্ব দিয়েছে সরকার। এজন্য বসতবাড়ির আঙ্গিনা থেকে শুরু করে বাসাবাড়ির ছাদেও নানা ধরনের শাকসবজি উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতে উৎপাদিত পণ্যে পরিবারের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি অতিরিক্ত হলে তা বিক্রি করে অর্থও উপার্জন করা যাবে।

মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লিংকন বিশ্বাস জানান, এই উপজেলার ১৪?৩টি ইউনিয়নে ৪১৬টি পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই কৃষক সুফল পেতে শুরু করেছে।

সাহারবাটিতে বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

‘বাড়ির আঙ্গিনায় করলে চাষ, মিলবে টাটকা সবজি বারো মাস’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সবজি ভান্ডার নামে খ্যাত সাহারবাটিতে বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ প্রশিক্ষণ ‘ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার সাহারবাটির চারচারা ফিল্ড পাড়ায় ‘গ্রাম উন্নয়ন দলের’ আয়োজনে ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের সহযোগিতায় এ

প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।
প্রশিক্ষণে ১৫ টি দরিদ্র পরিবারের ১৫ জন নারীকে বাড়ির আঙ্গিনায় কিভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে, সহজভাবে, কীটনাশক মুক্ত, রোগমুক্ত, বিভিন্নরকম রোগ প্রতিরোধে করনীয়, পুষ্টিগুন সম্পন্ন সবজী উৎপাদন ও কম জায়গায় সল্প পরিসরে সবজি উৎপাদন এবং পরবর্তীতে বীজ সংরক্ষণ করা যায় সে ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া হয়।
হাঙ্গার প্রজেক্টের সহসভাপতি ও ভিডিটি নারী নেত্রী স্বপ্না খাতুনের সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তা মো: শাহীন রেজা জুয়েল।
প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহনকারীদের মাঝে সবজী প্লান্ট তৈরির লক্ষ্যে বীজ (মিষ্টি কুমড়া,লাল শাক,কলমি শাক,ঢেড়স,ঝিংগা ও বরবটি) বিতরণ করা হয়।

গাংনীতে মাসকলাই উৎপাদনে কৃষি প্রণোদনা

মেহেরপুরের গাংনীতে কৃষি প্রণোদনা হিসেবে কৃষকদের মাঝে সার ও বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার সকাল ১০ টার সময় গাংনী উপজেলা পরিষদ সভা কক্ষে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা কৃষি অফিস প্রণোদনা বিতনের আয়োজন করে।

এসময় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ, কৃষি কর্মকর্তা কেএম সাহাবুদ্দিন,উপজেলা প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা ও এমপি প্রতিনিধি মনিরুজ্জামান আতু উপস্থিত ছিলেন।

প্রণোদনা কর্মসুচীর আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে মাসকলাই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের প্রান্তিক পর্যায়ের ৭৬০ জন কৃষককে ৫ কেজি বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ৫ কেজি পটাশ প্রদান করা হয়।